Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 432 - 439
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

অদ্বৈতবেদান্তসম্মত আত্মায় অনাত্মার অধ্যাস : একটি আলোচনা

প্রসেনজিৎ পাল
গবেষক, দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: palprasenjit146@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Adhyāsa, Adhyārōpa, Ātmā (self), Anātmā, Bastu, Abastu, Ababhāsa, Sattā, Sattyā (truth), Mithyā (false).

Abstract
Vēdānta Dars'ana is a Vedic philosophical sect amog Indian theistic philosophies. The author of this philosophy is Maharsạị Bādarāẏaṅa. He formulated the historical Brahmasūtras by five hundred fifty five sūtras. Because the Brahmasūtras are very short, there are differences of opinion among different sages about the meaning, significance and importance of the sūtras. As a result, different sages formulated different commentaries. Ācārya S'aṅkara is worth mentioning among these sages. He named his commentary on the Brahmasūtras as S'ārīrakabhāṣya. The entire Vēdānta philosophy is based on his Brahmasūtra bhāṣya. Ācārya S'aṅkara's commentary is solemn and obvious. He wrote an introduction before the commentary, which he called Adhyāsabhāṣya. According to Ācārya S'aṅkara , every person knows himself as 'I' but dose not know the true nature of 'I'. People sometimes say my body, my senses, my mind, my intellect. Says again — I am blind, I am lame, I am sad, I am happy, I am angry. Blind or lame is part of his body. Then he should say my body is blind or lame. Again his mind is sad or happy, but says — I am sad, I am happy. Even the common man has no fixed base of knowledge. Even though man has a little sense of difference, he dose not have the true nature of 'I'. So who is 'I'? Judging by this, it can be seen that the knowledge of 'I' sometimes revealed by resorting to the body, and sometimes by resorting to consciousness. Self is 'consciousness' and body is 'matter'. Self being consciousness, it is revealer and the body is revealed. 'I' or the self is the seer, the body is the scene. The revealer and the revealed, the seer and the scene must be distinct. So when there is self-knowledge in the body, it is illusion. The Advaita Vedānta name for this illusion is Adhyāsa. Because of ignorance, we combine truth and falsehood — 'This is me', 'This is mine' and use such normal expressions. At the root of it is Adhyāsa.

Discussion

ভূমিকা : শংকরদর্শনের বা অদ্বৈতবেদান্তের প্রাণ আত্মমীমাংসা বা ব্রহ্মমীমাংসা। আত্মাই ব্রহ্ম। আত্মার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ, এই বিষয়ে কারোর কোন মতভেদ নেই। তাই ব্রহ্মের অস্তিত্ব সর্ববাদিসিদ্ধ। অদ্বৈতবেদান্তের মূল বক্তব্য হল— আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, তাছাড়া সমস্তই অজ্ঞান। আরো এক দিক থেকে বললে, এই স্বতঃসিদ্ধ আত্মা বা ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, তাছাড়া সমস্তই অসত্য। জগতের বিভিন্ন বস্তুর সত্যতা সম্বন্ধে লোকে যে প্রশ্ন করে থাকে, তার দ্বারা প্রশ্নকারীর আত্মার অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়। কারণ, যে প্রশ্ন করে সেই আত্মা।

অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলেন যে, আমরা সকলেই আত্মাকে 'অহম্' বা 'আমি' রূপে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু ঐ প্রত্যক্ষে আত্মার যথার্থ স্বরূপটি প্রকাশ পায় না। আমরা 'অহম্' বলে যা প্রত্যক্ষ করি তা বিচার করলে বোঝা যায় যে, শরীরের মধ্যে শরীরাভিমানী চৈতন্যকেই 'অহম্' বলে উপলব্ধি করি। শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের ধর্মকে আত্মার ধর্ম বলে ভুল করি। শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মা হতে পৃথক জেনেও আমরা আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি অন্ধ, আমি বধির, আমি সুখী, আমি দুঃখী প্রভৃতি ব্যবহার করে আমিত্বের প্রত্যক্ষ করে থাকি। প্রশ্ন আত্মা কি স্থূল, কৃশ, অন্ধ ও বধির হয়? শরীরের ধর্ম হল স্থূল ও কৃশ আর ইন্দ্রিয়ের ধর্ম হল অন্ধ ও বধির। তাই ইন্দ্রিয় ও শরীরের ধর্ম আমরা ভ্রমবশতঃ আত্মায় আরোপিত করি। কাজেই আত্মার যথার্থ রূপটি আমাদের দৃষ্টিতে প্রকাশ না পাওয়ায় আমরা আত্মায় কল্পিত ভ্রান্তরূপই প্রত্যক্ষ করি। কাজেই আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অনাদিকাল হতে এইরূপ ভ্রান্ত দৃষ্টি চলে আসছে। এই ভ্রান্ত দৃষ্টির মূল হল অধ্যাস।

অধ্যাসের ধারণা : শংকরবেদান্ত মতে, আমরা সবাই নিজেকে 'আমি' বা 'আত্মা' বলে ভাবি। কিন্তু আমরা আমি বা আত্মার প্রকৃতস্বরূপ সম্পর্কে কেউই বুঝতে পারি না। আমরা তো কখনো কখনো বলি— আমি অন্ধ, আমি খোঁড়া, আমি ধনী, আমি গরীব, আমি লম্বা ইত্যাদি; আবার কখনো বলি আমার শরীর, আমার মন, আমার প্রাণ, আমার বুদ্ধি ইত্যাদি। এর থেকে বোঝা যায় যে 'আমি' বা 'আত্মা' সম্বন্ধে কি তীব্রতর সন্দেহ উপস্থিত হয়। অন্যভাবে বললে যখন বলা হচ্ছে 'আমি অন্ধ', 'আমি খোঁড়া', 'আমি যাচ্ছি' তখন দেহকেই আত্মা বলে ভাবা হয়। আবার যখন বলা হচ্ছে 'আমার মনটা আজ ভালো নেই', 'আমার হাতে বড় আঘাত লেগেছে' তখন দেহ ছাড়া অন্য কিছুকেই আত্মা বলে স্বীকার করা হয়। এজন্যই আমি বা আত্মা কেবল 'আমি' জ্ঞানের জ্ঞেয় এ কথা বলা যায় না। তাহলে আত্মা সম্বন্ধে আমাদের যথার্থ জ্ঞানও হয় না।

কিন্তু আমরা যাকে অবস্থার পরিবর্তনে 'আমি' বা 'আত্মা' বলি তার কোন পরিবর্তন নেই। শুধু বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে আমরা 'আমি' কে যুক্ত করাই আত্মাকে পরিবর্তন বলে মনে করি। কিন্তু আত্মা অপরিবর্তনীয় অখন্ডরূপে আছে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সাংখ্যযোগ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—

> "জীবের এই দেহ বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্যের মাধ্যমে তার রূপ পরিবর্তন করে, তেমনি মৃত্যুকালে আত্মা এক দেহ থেকে অন্য আরেকটি দেহে দেহান্তরিত হয়। জ্ঞানিগণ কখনও এই ধরনের পরিবর্তনে মোহগ্রস্ত হন না।"[১]

জীবন ও মৃত্যু এই দুটিই হল শরীরের ধর্ম। জীবন মানে হল আত্মার কোন শরীর ধারণ করা আর মৃত্যু হল ঐ শরীর পরিত্যাগ করা। মৃত্যু দৈহিক বিকারমাত্র। শরীরের বিকার থাকে কিন্তু আত্মার বিকার থাকে না। বিকার ছয়টি— জন্ম, অস্থি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় এবং নাশ। শরীর বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্যের মধ্য দিয়ে তার রূপ পরিবর্তন করে কিন্তু আত্মার সেইরূপ পরিবর্তন হয় না। কাজেই শরীরী বা আত্মা সমস্ত অবস্থায় অপরিবর্তিত থাকে, পরিবর্তন হয় দেহ বা শরীরের। বাল্যকালে যে দেহ থাকে বার্ধক্যে সে দেহ থাকে না কিন্তু শরীরস্থ আত্মা অপরিবর্তিত থাকে। আমরা সেই অখণ্ডবস্তুকেই বিভিন্ন অবস্থার সাথে মিশিয়ে ফেলি এবং সেই সেই অবস্থার সাথে অভিন্ন মনে করি বলেই আত্মাকে পরিবর্তনশীল মনে করি। কাজেই চৈতন্যরূপী আত্মাকে দেহাদি জড়রূপে মনে করা হয়, একেই বেদান্তশাস্ত্রে বলা হয় অধ্যাস।

আত্মবিচার করলে আমরা লক্ষ্য করবো যে, আত্মজ্ঞান কখন দেহাদিকে অবলম্বন করে উদিত হয়। এক্ষেত্রে আত্মায় অনাত্মার অধ্যাসের প্রসঙ্গ উঠে। আবার কখন দেহাদিতে আত্মবোধ আরোপ হয়। এক্ষেত্রে অনাত্মায় আত্মার অধ্যাস হয়। এখন প্রশ্ন হল আত্মা ও অনাত্মা বলতে কী বোঝায়? আচার্য শংকর আত্মানাত্মাবিবেকঃ গ্রন্থে আত্মার লক্ষণে বলেছেন—

> "আত্মা নাম স্থূলসূক্ষ্মকারণ-শরীরত্রয়ব্যতিরিক্তঃ পঞ্চকোষ-বিলক্ষণোঽবস্থাত্রয়সাক্ষী সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ।"[২]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 432 - 439
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই শরীরত্রয় থেকে ভিন্ন, অন্নময়াদি পঞ্চকোষের অতীত, জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের সাক্ষীস্বরূপ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ। আবার ঐ গ্রন্থেই গ্রন্থকার অনাত্মার লক্ষণ দেন—

"অনাত্মা নাম অনিত্যজড়দুঃখাত্মকং সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকং শরীরত্রয়মনাত্মা।"[৩]

অর্থাৎ অনিত্য, জড়, দুঃখাত্মক, সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মক শরীরত্রয়ই অনাত্মা।

গ্রন্থকার আত্মা ও অনাত্মার লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই শরীরকে অনাত্মা এবং এর অতীত অর্থাৎ ঐ শরীরত্রয় ভিন্ন সত্তাকেই আত্মা বলেছেন। স্থূলশরীর নির্মিত হয় পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত থেকে। পঞ্চমহাভূত যখন অপঞ্চীকৃত অবস্থায় থাকে তখন তা সূক্ষ্ম, তন্মাত্রা নামে অভিহিত হয়। ঐ তন্মাত্রা কার্য্যকরী হয় যখন তা পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়ায় পঞ্চীকৃত হয়ে স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়। আমরা যে ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূত দেখি তা স্থূল ও পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত।

সাংখ্যকার মহর্ষি ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় বলেছেন— "অসদকরণাৎ উপাদানগ্রহণাৎ সর্বসম্ভবাভাবাৎ"[৪] অর্থাৎ যার অস্তিত্ব নেই তাকে উৎপন্ন করা যায় না, কার্য উৎপাদনে সমর্থ বস্তু থেকেই উৎপাদনযোগ্য বস্তু উৎপন্ন হতে পারে, যে কোন কিছু থেকে যে কোন কিছু উৎপন্ন হয় না। তাই সাংখ্যমতে, কারণ যেমন সৎ, কার্যও তেমনি সৎ। সৎ থেকে হয় সতের উৎপত্তি। অসৎ থেকে কখনও সতের উৎপত্তি হতে পারে না। অদ্বৈতবেদান্তের আদি প্রবর্তক আচার্য গৌড়পাদ সাংখ্যমতের বিরোধীতা করে বলেন— সৎবস্তুর কখনই উৎপত্তি হতে পারে না। যা আছে তা তো সিদ্ধবস্তু তাই তার উৎপত্তি নেই। আর যার উৎপত্তি থাকবে তার তো বিনাশও থাকবে। তাই যা অজাত তার কোন উৎপত্তি হতে পারে না। মায়াশক্তির দ্বারা কোনভাবেই সৎবস্তুর উৎপত্তি স্বীকার্য হতে পারে না। কারণ মায়ার কোন সত্তা নেই। কাজেই আচার্য গৌড়পাদ মনে করেন—

"সৎ থেকে সতের কোন উদ্ভব হতে পারে না। আবার অসৎ থেকেও সতের উৎপত্তি স্বীকার্য নয়।"[৫]

কিন্তু আচার্য গৌড়পাদের মতে, আমরা সবাই মায়ার দ্বারা সৃষ্ট ব্যবহারিক জগতকে উপলব্ধি করি। এই উপলব্ধির মূলে কি আছে? এই প্রশ্নের উত্তর আচার্য শংকরের শাঙ্করভাষ্যের প্রারম্ভে অধ্যাসভাষ্য নামক উপক্রমণিকায় বর্ণিত আছে।

এখন প্রশ্ন হল অধ্যাস বলতে কী বোঝায়? কেউ বলেন— একটি বস্তুতে অন্য একটি বস্তুর কোন গুণ বা ধর্মের যে প্রতীতি তা অধ্যাস। যেমন আকাশকে নীল মনে করা। কেউ বলেন, যে দুইটি পদার্থের পরস্পর অধ্যাস হয়, তাদের মধ্যে যে একটা পার্থক্য আছে, তা যদি না জানা থাকে, তবেই ঐরূপ অধ্যাস বা মিথ্যাজ্ঞান হয়। আবার কেউ বলেন যাতে অধ্যাস হয় তাতে তার বিপরীত কোন ধর্ম বা গুণের বোধ হওয়াই অধ্যাস। কিন্তু যিনি যে ভাবেই অধ্যাসের ব্যাখ্যা করুন না কেন, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বেদান্ত-দর্শন (শঙ্কর মত) বইটিতে বলেছেন—

"এক পদার্থের অন্য পদার্থের কিংবা তাতে যে গুন বা ধর্ম নেই, সেই গুণ বা ধর্মের কল্পণাই অধ্যাস।"[৬]

অধ্যাসের লক্ষণ : আচার্য শংকর ব্রহ্মসূত্রের অধ্যাসভাষ্যে অধ্যাসের তিনটি লক্ষণ দিয়েছেন। আচার্য শংকর অধ্যাসভাষ্যের প্রমাণ গ্রন্থে অধ্যাসের প্রথম লক্ষণ দেন—

"মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য, অহম্ ইদম্ মম ইদম্ ইতি নৈসর্গিকঃ অয়ং লোকব্যব্যহারঃ।"[৭]

অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যাকে একীকরণ করে। অন্যভাবে বললে চেতনার ধর্মকে জড়ের ধর্ম, আর জড়ের ধর্মকে চেতনার ধর্ম বলে মনে করা অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যাকে অথবা চিৎ অচিতের সম্বন্ধকে অধ্যাস বলে। এই লক্ষণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, অধ্যাসে অধিষ্ঠান সত্য হলেও অধ্যস্ত বস্তু মিথ্যা হয়। যেমন— রজ্জুতে সর্পভ্রমের ক্ষেত্রে 'রজ্জু' হল অধিষ্ঠান বা অধিকরণ আর 'সর্প' অধ্যস্ত বস্তু। রজ্জুতে সর্প থাকে না কিন্তু যদি কোন কারণে সেখানে সর্পের প্রতীতি বা অবভাস হয় তাহলে ঐ সর্পকে অধ্যস্ত বলতে হবে। ফলে অধ্যাসে অধিষ্ঠান বস্তুটি সত্য হয় আর অধ্যস্ত বস্তুটি মিথ্যা হয়। এ জন্য রজ্জু সত্য হলেও সর্প মিথ্যা হয়। এরই বশবর্তী হয়ে আমরা জড় ও চৈতন্যের স্বভাবকে মিশিয়ে ফেলি। ফলে আমরা জড়ের ধর্ম দুঃখ, শোক চৈতন্যে আরোপ করি, আবার অন্যদিকে চৈতন্যের ধর্ম স্বপ্রকাশতা জড়ে আরোপ করি। কিন্তু জড় ও চৈতন্য আলো ও অন্ধকারের মতো পরস্পর বিরুদ্ধধর্মবিশিষ্ট হওয়ায় তারা কখনই একত্রে থাকতে পারে না। যেখানে আলো থাকে সেখানে অন্ধকার থাকে না আবার যেখানে অন্ধকার থাকে সেখানে আলো থাকে না। কাজেই অধ্যাস কোনপ্রকারে সম্ভব নয়। সেইজন্য এই লক্ষণটিকে শংকরপন্থী পরবর্তী অদ্বৈতবেদান্তীগণ যথাযথভাবে অনুসরণ করেন নি।

আচার্য শংকর অধ্যাসভাষ্যের প্রমাণগ্রন্থে অধ্যাসের আর একটি লক্ষণ দেন— "অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ"[৮] অর্থাৎ যে বস্তু যা নয় তাতে সেই বস্তুর প্রতীতি হল অধ্যাস। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, রজ্জুতে সর্পভ্রমের ক্ষেত্রে রজ্জু সর্প নয় অথচ রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি হয়, এটাই অধ্যাস। অধ্যাসের এই লক্ষণ সকল অদ্বৈতবেদান্তীগণসম্মত।

আচার্য শংকর প্রদত্ত অধ্যাসের অপর লক্ষণ হল— "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ"[৯] অর্থাৎ পূর্বদৃষ্ট কোনো বস্তুর অন্য বস্তুতে প্রতীতিরূপ মিথ্যা প্রত্যয়মাত্র। স্মৃতিজ্ঞান যেভাবে পূর্বপ্রতীতি অনুসারে উৎপন্ন হয় অধ্যাসও সেইরূপ পূর্বপ্রতীতি অনুসারে উৎপন্ন হয়ে থাকে। বাচস্পতি মিশ্র তাঁর ভামতীতে এই লক্ষণটিকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। 'অবভাস' এটি অধ্যাসের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ আর 'স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ' এটি অধ্যাসের বিস্তৃত লক্ষণ। প্রাথমিকভাবে 'অবভাস' কথাটির অর্থ জ্ঞান অর্থাৎ এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান। আর অবভাস হলেই তাকে অধ্যাস বলা হয়। ভামতীকারের মতে,

> "অবভাসের 'ভাস' উপসর্গের দ্বারা অবসাদ বা অবমানকে বোঝানো হয়েছে।"[১০]

শুক্তি যে পর্যন্ত রজত বলে প্রতিভাত হতে থাকে, সেই পর্যন্ত ঐ রজত আমাদের প্রলুব্ধ করে, বস্তুতঃ ঐ রজতের দ্বারা ব্যবহারিক জীবনে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। শুক্তির যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হলে শুক্তিতে প্রতিভাত মিথ্যা রজতের কার্যকরী শক্তি তো থাকে না, এমন কি তার প্রলুব্ধ করার শক্তিও তিরোহিত হয়। কাজেই 'অবভাস' কথাটির দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞেয়বস্তুর মিথ্যারূপই প্রকাশ পায়। অধ্যাসের এই সংক্ষিপ্ত লক্ষণের দ্বারা ব্যবহারিক জগৎ যে ব্রহ্মে অধ্যস্ত তা বলা হয়েছে।

আর 'স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ' এই বিস্তৃত লক্ষণের দ্বারা প্রাতিভাসিক বস্তুর মিথ্যাজ্ঞান প্রদর্শন করা হয়েছে। শুক্তিরজতের ক্ষেত্রে মিথ্যা রজতের অধিষ্ঠান শুক্তি। অনুরূপভাবে মিথ্যা জাগতিক পদার্থের অধিষ্ঠান পরব্রহ্ম। শুক্তিরজত, রজ্জুসর্প প্রভৃতি অধ্যাসের দৃষ্টান্ত থেকেই জানা যায় যে, শুক্তিতে উৎপন্ন রজত যেমন মিথ্যা, রজ্জুতে উৎপন্ন সর্প যেমন মিথ্যা, তেমনি ব্রহ্মে অধ্যস্ত ব্যবহারিক জগতও মিথ্যা।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, কেবল 'অবভাস' বললে ব্যবহারিক সত্য বস্তুতেও অতিব্যাপ্তি হয়ে পড়ে। এজন্যই 'স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ' — এ ধরনের বিস্তৃত লক্ষণের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

আবার শংকরপন্থী বৈদান্তিক সদানন্দযোগীন্দ্র *বেদান্তসার* গ্রন্থে অধ্যাসের লক্ষণ দেন — "বস্তুনি অবস্তু-আরোপঃ অধ্যারোপঃ"[১১] অর্থাৎ বস্তুতে অবস্তুর আরোপকে অধ্যারোপ বা অধ্যাস বলে। যা জীবের অজ্ঞান অবস্থাতে বিরাজ করে তা বস্তু আর যা জীবের শুধু প্রতীতির সময়টুকুই থাকে তা অবস্তু। এই পরিভাষায় বস্তু ও অবস্তুকে জানলে আমরা দেখতে পাবো রজ্জু ও সর্প যখন জ্ঞানে উপস্থিত থাকে না তখন কিন্তু তারা নিজের অধিষ্ঠানে ঠিকই থাকে, তাই এদের বস্তু বলা চলে। কিন্তু যখন রজ্জুতে সর্প বলে একটা ক্ষণিক প্রতীতি হয়, তখন ঐ সর্পের অবস্থানটা শুধু প্রতীতির সময় পর্যন্তই থাকে তাই রজ্জুতে দেখা সর্প হল অবস্তু। বস্তুতে অবস্তুর আরোপকে ভ্রম, বিপর্যয়, অধ্যাস, অধ্যারোপ ইত্যাদি পর্যায়বাচী শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়ে থাকে। গ্রন্থকার অধ্যারোপের লক্ষণে যে দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন, তা হল— "অসর্পভূতায়াং রজ্জৌ সর্পারোপবৎ"[১২] অর্থাৎ সাপ নয় এমন যে দড়ি তাতে সাপের আরোপ হয়। রজ্জুর সঙ্গে সাপের কোন সম্পর্ক নেই অথচ রজ্জুকে সাপরূপে দেখা হয়। মূল কথা হল— যে অধিকরণে বা আশ্রয়ে যে বস্তুর অভাব আছে সেখানে সেই বস্তুর জ্ঞানই হল অধ্যাস। যখন কোন বস্তুতে অন্য কোন বস্তুর ভ্রম হয়, তখন যে বস্তুর ভ্রম হয় সেই বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে সেখানে থাকে না। বস্তুতঃ যে বস্তুতে ভ্রম হয় সেই সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান থাকে না বলে ভ্রমাত্মক প্রতীতি উৎপন্ন হয়। আর ভ্রমাত্মক প্রতীতি শুধু ভ্রম যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই স্থায়ী হয় তাই তা প্রাতিভাসিক এবং অবস্তু।

গ্রন্থকার 'বস্তু'র লক্ষণ দেন— "বস্তু সচ্চিদানন্দম্ অদ্বয়ং ব্রহ্ম"[১৩] অর্থাৎ সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ অদ্বয় ব্রহ্মই বস্তু। 'বস্তু' শব্দটি এখানে পারমার্থিক সত্তার বোধক। আর পারমার্থিক সত্তা কেবল ব্রহ্মেই আছে। সেইজন্য 'বস্তু' বলতে ব্রহ্মকে বোঝানো হয়েছে। ঐ গ্রন্থেই গ্রন্থকার 'অবস্তু'র লক্ষণ দেন— "অজ্ঞানাদিসকলজড়সমূহঃ অবস্তু"[১৪] অর্থাৎ অজ্ঞান ও তা থেকে উৎপন্ন জড় প্রপঞ্চ পর্যন্ত সবই অবস্তু। অদ্বৈতবাদে পদার্থ দু-প্রকার— দৃক্ ও দৃশ্য। তার মধ্যে ব্রহ্ম হলেন দৃক্ পদার্থ এবং অজ্ঞান ও তার কার্য হল দৃশ্য পদার্থ। অবস্তুর ব্যবহারিক সত্তা থাকলেও কালত্রয়ব্যাপী একরূপতা নেই বলে তা মিথ্যা। কিন্তু ব্রহ্ম তিনকালে একইরূপে থাকে বলে তা সত্য। আর অদ্বৈতবেদান্তে কোন বস্তু সৎ হতে গেলে তাকে ত্রিকাল ও অবাধিত হতে হবে। দৃশ্য বা জড়প্রপঞ্চের স্বতন্ত্র সত্তা নেই, তারা ব্রহ্মের সত্তাতে সত্তাবান। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 432 - 439
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যে, রজ্জুতে ভ্রমবশত প্রতীয়মান সর্পের যেমন রজ্জু নিরপেক্ষরূপে কোন অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে জগতেরও সেরূপ কোন অস্তিত্ব থাকে না। তাই 'অবস্তু' বলতে অসৎকে না বুঝে আরোপিত সত্তার প্রপঞ্চকে বুঝতে হবে।

আলোচ্য ক্ষেত্রে আরোপিত সর্প হল প্রাতিভাসিক সত্তা আর রজ্জু হল ব্যবহারক সত্তা। কাজেই ব্যবহারিক জ্ঞানের দ্বারা যেমন প্রাতিভাসিক সত্তার লয় হয় তেমনি পারমার্থিক জ্ঞানের দ্বারা আরোপিত জগতের বা ব্যবহারিক সত্তার অজ্ঞানের লয় হয়।

প্রশ্ন হতে পারে যে, এমন ভুল কেন আমাদের হয়? যা সত্য তা যথাযথভাবে না জানার জন্য আমাদের ভুল হয়।

অধ্যাসের শ্রেণীভেদ : আচার্য শংকর আত্মায় অনাত্মার ধর্ম আর অনাত্মায় আত্মার ধর্ম আরোপ করাকেই অধ্যাস বলে অভিহিত করেছেন। অধ্যাস মূলত একপ্রকার ভ্রান্তি। প্রথমতঃ অধ্যাসকে অর্থাধ্যাস ও জ্ঞানাধ্যাস, এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যে অধ্যাসে এক বস্তু অন্য বস্তুতে অধ্যস্ত বা আরোপিত হয় সেই অধ্যাস হল অর্থাধ্যাস। যেমন— শুক্তিতে যখন রজতের অধ্যাস হয় তখন রজতরূপ বস্তুর অধ্যাস হয় বলে তা অর্থাধ্যাস। আর যে অধ্যাসে কেবল বস্তু নয়, এক বস্তুর জ্ঞান অন্য বস্তুর জ্ঞানে অধ্যস্ত হয় তাকে জ্ঞানাধ্যাস বলে। যেমন— অধ্যাসে যে কেবল রজতরূপ বস্তুরই অধ্যাস হয় তা তো নয়, সঙ্গে সঙ্গে শক্তিতে রজতজ্ঞানও অধ্যস্ত হয়ে থাকে।

এই অধ্যাস সোপাধিক ও নিরুপাধিক ভেদে দুই প্রকার। একখণ্ড স্ফটিকের কাছে জবাফুল রেখে দিলে ঐ ফুলের লৌহিত্য স্ফটিকে আরোপিত হয়, লৌহিত্যের আরোপ ঘটে থাকে বলে এইরূপ অধ্যাসকে সোপাধিক বলে। কিন্তু শুক্তিতে রজত ভ্রমের স্থলে যে অধ্যাস ঘটে তাকে বলে নিরুপাধিক অধ্যাস।

ধর্ম ও ধর্মীভেদে অধ্যাস আবার দু-প্রকার। সোপাধিক অধ্যাসকে বলে ধর্মের অধ্যাস আর নিরুপাধিক অধ্যাসকে বলে ধর্মীর অধ্যাস। সোপাধিক অধ্যাসে বস্তুর পরিবর্তে বস্তুর ধর্ম বা উপাধি অধ্যস্ত হয় বলে, এর নাম ধর্মের অধ্যাস। যেমন— আত্মায় যখন দেহাদির অধ্যাস ঘটে তখন দেহাদির ধর্ম কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বের অধ্যাস হয়ে থাকে। অন্যদিকে নিরুপাধিক অধ্যাসে বস্তুধর্মের পরিবর্তে স্বয়ং বস্তুই অধ্যস্ত হয় বলে এর নাম ধর্মীয় অধ্যাস। যেমন— শুক্তিতে যখন রজত অধ্যস্ত হয় তখন রজতরূপ ধর্মীয় অধ্যাস ঘটে।

এই অধ্যাস আবার কার্যাধ্যাস ও কারণাধ্যাস ভেদে দুই প্রকার। যখন ভ্রম পরম্পরা হয় অর্থাৎ একটি ভ্রম অন্য একটি ভ্রমের কারণ হলে পূর্ববর্তী ভ্রমটিকে কারণাধ্যাস এবং পরবর্তী ভ্রমটিকে কার্যাধ্যাস বলে। কিন্তু সেই কার্যাধ্যাসটি আবার পূর্ববর্তী অন্য কোন ভ্রমের কারণ হলে তা কারণাধ্যাস হয়ে যায়। যেমন— শুক্তিতে রজত ভ্রমের ক্ষেত্রে শুক্তি কারণাধ্যাস আর রজত কার্যাধ্যাস। আবার ব্রহ্মে এই জাগতিক শুক্তি প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ অধ্যস্ত হওয়ায় তা কার্যাধ্যাসরূপে বিবেচিত হয়।

আত্মায় অনাত্মার অধ্যাস : আচার্য শংকর অধ্যাসভাষ্যে সৎ ও অসৎ, নিত্য ও অনিত্য, চিৎ ও জড়, সত্য ও মিথ্যা এবং আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেন। এই অধ্যাসভাষ্যে প্রারম্ভে আচার্য বলেছেন— "যুস্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ বিষয়বিষয়িণোঃ..."[১৫] অর্থাৎ এখানে 'যুস্মদ' শব্দের দ্বারা বিষয়কে আর 'অস্মৎ' শব্দের দ্বারা বিষয়ীকে বোঝানো হয়েছে। 'বিষয়' বলতে অনাত্মা, জড়, মিথ্যা, অসৎ, অনিত্যকে এবং 'বিষয়ী' বলতে আত্মা, সৎ, নিত্য, চিৎ, সত্যকে বোঝানো হয়েছে।

তিনি এই অধ্যাসভাষ্যেই উল্লেখ করেছেন, যে 'বিষয়ী' সর্বাবস্থাতেই সৎ আর 'বিষয়' সর্বাবস্থাতেই অসৎ হয়। কিন্তু আবার আমরা দেখব 'বিষয়' অসৎ হলেও লোকব্যবহারে সে সৎ বলেই প্রতীত হয়। আর সকল লোকব্যবহার সত্য ও মিথ্যাকে মিশিয়েই চলে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, আত্মা সর্বাবস্থাতেই প্রকাশক আর অনাত্মা বা জড়বস্তু সর্বাবস্থাতেই প্রকাশ্য। তাই আত্মা যে বিষয়ী তার স্বরূপ এবং ধর্ম কদাপি বিষয় যে অনাত্মা বা জড়বস্তু, তার স্বরূপ এবং ধর্ম হতে পারে না। তারা আলো ও অন্ধকারের ন্যায় অত্যন্ত বিরুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন হওয়ায় তারা কখনো অভিন্ন হতে পারে না। ফলে যা আলো তা অন্ধকার হতে পারে না। অন্ধকারও তেমনি আলো হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে না। কাজেই আত্মার ওপর অনাত্মা বা জড়ের ধর্ম আরোপ করা যায় না। আর আমরা লোকব্যবহারে প্রতিনিয়ত সত্য ও মিথ্যা, চিৎ ও অচিৎ

এবং আত্মা ও অনাত্মা মিশিয়ে ফেলি, যার মূলে রয়েছে অধ্যাস বা ভ্রম। তাহলে জড় ও চিৎ, অনাত্মা ও আত্মা এবং মিথ্যা ও সত্য মিশিয়ে যে লোকব্যবহার তা অবশ্যই অধ্যাসের ফল। অধ্যাসের কারণ অজ্ঞান আর বিপরীতভাবে বললে অজ্ঞানের কার্য অধ্যাস। এদের মধ্যে তাহলে একটা কার্য-কারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান। পারমার্থিক দৃষ্টিতে আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে কোন ধরনের সম্বন্ধ থাকতে পারে না। কারণ যা বিদ্যমান এবং যা অবিদ্যমান তার মধ্যে কোন ধরনের সম্বন্ধ থাকতে পারে না।

আচার্য শংকর অধ্যাসভাষ্যে যুক্তি দিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন যে, যদি কোন বস্তু সত্য হয় তাহলে তার সংজ্ঞা স্বীকার্য হবে যা ত্রিকাল ও অবাধিত অর্থাৎ যা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালেই বিদ্যমান থাকে এবং যা কখনই বাধিত হয় না তাই কেবল সত্য। বিপরীতভাবে বললে, যা বাধিত হয় তা কখন সত্য হতে পারে না, তা সর্বত্রই মিথ্যা। আত্মা ত্রিকাল এবং ত্রি-অবস্থায় সত্য; আবার কখনও বাধিত হয় না। তাই আত্মা সৎ। কিন্তু অনাত্মা দৃশ্য হওয়ায় তা সর্বত্রই বাধিত হয়। যেমন জাগরনের দৃশ্য, স্বপ্নদৃশ্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তাই স্বপ্নের দৃশ্যবস্তু জাগ্রতদৃশ্যে বাধিত হয়। এজন্যই দৃশ্য কখন সত্য হতে পারে না। কিন্তু যা সৎ তারা লয়, ক্ষয় বা ব্যয় কিছুই হতে পারে না। সে এ সবের উর্দ্ধে। তাই সৎ শাশ্বত, চিরন্তন। সৎবস্তু কখনো কোন অবস্থায় পরিবর্তিত হতে পারে না। সৎ পরিবর্তনহীন। সত্য চিরকাল সর্বাবস্থাতে সত্য। কিন্তু যা দৃশ্য তার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এজন্যই তা সত্য নয় অধ্যাসমাত্র। আর এই অধ্যাসটা সম্ভব হয় সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণে লোকব্যবহারে। এটা সবারই প্রত্যক্ষগোচর। কাজেই এই লোকব্যবহারের মূল কারণ অধ্যাস। একবস্তুকে অন্যবস্তু বলে যে বোধ বা প্রতীতি তাই অধ্যাস। যথার্থ স্বরূপের প্রতীতিকে বলে অধ্যাস। অনাত্মায় যখন আত্মপ্রতীতি জাগে তখনই অধ্যাসের উৎপত্তি হয়।

প্রশ্ন অধ্যাস স্বীকার্য কিনা? মানুষ অজ্ঞানবশত মিথ্যাপ্রপঞ্চকে সত্য বলে মনে করে। তাই আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করি, যার থেকে বোঝা যায় যে আমরা অহরহ অধ্যাস বা ভ্রম করে থাকি। দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মা থেকে ভিন্ন জেনেও আমরা 'আমি স্থূল', 'আমি কৃশ', 'আমি বধির', 'আমি সুখী', 'আমি দুঃখী' ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকি। আমরা যখন 'আমি স্থূল' এই রকম শব্দ ব্যবহার করি তখন 'আমি' শব্দের দ্বারা আত্মা, বিষয়ী, চেতনা, সৎ ইত্যাদি আর অন্যদিকে 'স্থূল' শব্দের দ্বারা অনাত্মা, বিষয়, জড়, অসৎ ইত্যাদি বোঝানো হয়। এর দ্বারাই স্বীকার্য হয় যে আত্মায় অনাত্মার অধ্যাস হয়। আমরা পূর্বেই জেনেছি যে, অধিষ্ঠান সত্য হলেও অধ্যস্ত বস্তু মিথ্যা হয়। তাহলে এখানে অধিষ্ঠান 'আমি' সত্য হলেও অধ্যস্ত বস্তু 'অনাত্মা' বা 'জড়' মিথ্যা হয়। এ ধরনের অধ্যাসকে বলা হয় স্বরূপাধ্যাস বা তাদাত্ম্যাধ্যাস।

কিন্তু প্রশ্ন হল— আত্মার তো কোন বিষয় নেই আবার কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাহলে আত্মাতে কীভাবে অনাত্মার অধ্যাস হয়? উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তীগণ বলেন— প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয়েই যে অধ্যাস হবে এমন কথা সত্য নয়। কারণ আমরা জানি আকাশ প্রত্যক্ষযোগ্য নয় কিন্তু আমরা তাতে তল, মালিন্য প্রকৃতি আরোপ করি। আমরাই বলি আকাশ তলে মেঘ জন্মেছে, আকাশ নীল, আকাশটা নেমে এসেছে ইত্যাদি। কাজেই আত্মাকে অবিষয় বলে মনে করা যায় এবং তাতে অধ্যাস হতে পারে।

অনাত্মায় আত্মার অধ্যাস : আচার্য শংকর অনাত্মায় আত্মার ধর্ম আর আত্মায় অনাত্মার ধর্ম আরোপ করাকেই অধ্যাস বলে অভিহিত করেছেন। দেহাদিতে যখন আত্মবোধ হয় তখনই অধ্যাস বা ভ্রমের প্রসঙ্গ ওঠে। কারণ আমি বা আত্মা প্রকাশক, কিন্তু দেহাদি প্রকাশ্যবস্তু। প্রকাশক এবং প্রকাশ্য অবশ্যই স্বরূপগত ভাবে ভিন্ন। কাজেই দৈনন্দিন ব্যবহারে যখন আমরা দেহাদিতে আত্মবোধ আরোপ করি তখন তা অধ্যাস ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। যখন বলা হয় 'স্থূল আমি' তখন 'স্থূল' বলতে 'অনাত্মা' আর 'আমি' বলতে 'আত্মা'কে বোঝায়। কিন্তু 'অনাত্মা' অধিষ্ঠান আর 'আত্মা' অধ্যস্ত বস্তু হওয়ায় সংশয় হয় অনাত্মাতে আত্মা স্বীকার্য কিনা। কারণ অধ্যস্ত বস্তু তো মিথ্যা আর অধিষ্ঠান সত্য হয়— এ কথা পূর্বেই আমরা জেনেছি। এক্ষেত্রে 'অনাত্মা' সত্য এবং 'আত্মা' মিথ্যা স্বীকার্য কিন্তু তা অসম্ভব। সেইজন্যই আত্মবস্তুর অধ্যাস অনাত্মবস্তুতে হলে, তাকে সংসর্গাধ্যাস বা সম্বন্ধাধ্যাস বলে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 432 - 439
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রশ্ন— অসম্বন্ধে সম্বন্ধের অধ্যাস সম্ভব কিনা? কারণ আত্মা মিথ্যাবস্তু নয়। মিথ্যার সংজ্ঞা হিসেবে অদ্বৈতবেদান্তে অনির্বচনীয়কে বোঝানো হয়েছে। যাকে সৎ, অসৎ ও সদসদ্ কোনটি বলা যায় না। সংসর্গাধ্যাস বা সম্বন্ধাধ্যাসে আত্মা এবং অনাত্মা বস্তুদ্বয়ের মধ্যে একটা মিথ্যা সম্বন্ধের ভানমাত্র হয় বলে আত্মবস্তু মিথ্যা হয় না।

উপসংহার : অধ্যাস শব্দের অর্থ ভ্রান্তিজ্ঞান। আর ঐ অধ্যাসের ভিত্তিরূপে কাজ করে অনাদি অবিদ্যাই। অবিদ্যা বা অজ্ঞান তার কারণেই এক বস্তুতে অন্য বস্তু, এক বস্তুর ধর্মে অন্য বস্তুর ধর্ম আরোপ করা হয়। আর এভাবেই হয় অধ্যাসের সৃষ্টি। এ অর্থে অধ্যাসকে অতীন্দ্রিয় বলেও অভিহিত করা হয়। আর যা অতীন্দ্রিয় তা অবশ্যই চিরকালীন এবং দীর্ঘস্থায়ী। সহজে এর নিরাশ ঘটানো সম্ভব নয়। এটাই হল অধ্যাসের ঐতিহ্যগত ব্যাখ্যা।

অদ্বৈতবেদান্তীগণ বলেন— আত্মাতে অনাত্মার অধ্যাস এবং অনাত্মাতে আত্মার অধ্যাস হয়ে থাকে। প্রশ্ন— এই অধ্যাস যুক্তিসিদ্ধ না অনুভবসিদ্ধ? অদ্বৈতবেদান্তীগণ অঙ্গীকার করে থাকেন যে অধ্যাস যুক্তিসিদ্ধ নয়। কারণ তাঁরা মায়া বা অবিদ্যাকে অনির্বচনীয় বলে থাকেন, অধ্যাসও মায়িক। কাজেই অধ্যাসও অনির্বচনীয়। যা যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হয় না অথচ অনুভবসিদ্ধ বলে যার অপলাপ করা যায় না, তাকে অনির্বচনীয় বলে। দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ প্রভৃতি অনাত্মা জড়বস্তুতে চিৎবস্তু আত্মার অভেদবুদ্ধিরূপ যে অধ্যাস হয়; তার যুক্তি না থাকলেও এই প্রকার অধ্যাস যে সকল জীবের অনুভবসিদ্ধ তা সকলেই অঙ্গীকার করেন। আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি সুখী, আমি দুঃখী— এই প্রকার জ্ঞানই অধ্যাস। কাজেই এরূপ জ্ঞান না হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। কারণ, এইপ্রকার জ্ঞান হবার পিছনে কোনো অনুকূল যুক্তি দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তা বলে যে এপ্রকার জ্ঞান বা অধ্যাস হয় না বা এটা গগণকুসুমের ন্যায় অলীক তাও আমরা কেউ বলতে পারি না।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, যখন আমরা আলোর স্বল্পতার জন্য দড়িকে সাপ বলে ভুল করি এবং ঐ ভ্রান্তির জন্য আমাদের ভয় হয়, অনেক সময় ঐ কল্পিত সাপের ভয়ে পালাতে গিয়ে পড়ে নানা আঘাতও লাগে। তাই ঐ কল্পিত সাপ যে অলীক বা মিথ্যা তা আমরা বলতে পারি না। কারণ এরূপ জ্ঞান বা অধ্যাস আমাদের সকলের অহরহ হয়।

Reference:

১. “দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জড়া। তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।।” — গীতা, ২/১৩
২. আচার্য, শংকর, আত্মানাত্মাবিবেকঃ, অনু. ও ব্যাখ্যা. স্বামী অলোকানন্দ, কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১২, পৃ. ১৭
৩. তদেব, পৃ. ১৭
৪. ঈশ্বরকৃষ্ণ, সাংখ্যকারিকা ও সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, রজত ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত, কলকাতা-৭৩ : প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০১১, পৃ. ২০
৫. “ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোস্য ন বিদ্যতে। এতদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে।।” — গৌড়পাদকারিকা
৬. ভট্টাচার্য, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ. বেদান্ত-দর্শন (শঙ্কর মত), কলকাতা-৬ : সদেশ, ২০১২, পৃ. ৬
৭. আচার্য, শংকর, বেদান্তদর্শন, ১ম অধ্যায়, অনু. ও ব্যাখ্যাতা স্বামী বিশ্বরূপানন্দ, সংশোধক ও সম্পা. স্বামী চিদঘনানন্দ পুরী এবং শ্রী আনন্দ ঝা, কোলকাতা-৩ : উদ্বোধন কার্যালয়, ২য় সং., ১৯৮০. পৃ. ২৩
৮. তদেব, পৃ. ৬০
৯. তদেব, পৃ. ২৯
১০. “অবসন্নোবসতো বা ভাসঃ অবভাসঃ। প্রত্যয়ান্তরবাধশ্চাস্য অবসাদো অবমানো বা” — বাচস্পতি মিশ্র, ভামতী, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী সম্পাদিত, বোম্বে : নির্ণয় সাগর প্রেস, ১৯৩৮, পৃ. ১৮
১১. সদানন্দযোগীন্দ্র, বেদান্তসার, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বিপদভঞ্জন পাল, কোলকাতা-৬ : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১ম সং., ১৯৮২, পৃ. ৭৩
১২. তদেব, পৃ. ৭৩
১৩. তদেব, পৃ. ৭৬

১৪. তদেব, পৃ. ৭৬

১৫. আচার্য, শংকর, বেদান্তদর্শন, ১ম অধ্যায়, অনু. ও ব্যাখ্যাতা স্বামী বিশ্বরূপানন্দ, সংশোধক ও সম্পা. স্বামী চিদঘনানন্দ পুরী এবং শ্রী আনন্দ ঝা, কোলকাতা-৩ : উদ্বোধন কার্যালয়, ২য় সং., ১৯৮০. পৃ. ১৪